পা

"সেই যে আগেকার দিনে এক একজন বাঘা জমিদার থাকতো যাদের দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো। ঠিক তেমনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন গণপতি। আমাদের স্টেশন কমাণ্ডার। আমাদের স্কোয়াড্রন তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুভ করেছে সবে। নতুন স্টেশনে সবাই গ্রুপি গণপতির ভয়ে থরহরি কম্প। এয়ার ম্যানদের কথা দূরে থাক স্কোয়াড্রন লীডার, উইং কমাণ্ডাররাও 'রা' কাড়ে না কেউ। তবে লোকটাকে যে সবাই ভয়ই শুধু করতো তা নয়, শ্রদ্ধাও করতো মনে-প্রাণে।

"তামিলনাড়ুর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। স্বভাব-চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক। রাশভারী রাগী মানুষ হলেও কোনও অন্যায় অসদাচার বা অসদ্ব্যবহার কোনদিন করতে শোনেনি কেউ, কারও প্রতি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সঙ্গেও সেই এক ন্যায়সঙ্গত আচরণ, বড় বড় জাঁদরেল অফিসারদের সঙ্গেও তাই। কোনও গাফিলতি হলে রক্ষা রাখতো না, আবার মেহনতের কদর করতেও জানতো। শুধু এক দুর্বলতা ছিল মানুষটার। ওড়ার নেশা। পাইলট মাত্রের পেশা হ'ল ওড়া, কিন্তু সেই পেশা নেশায় দাঁড়ালেই সর্বনাশ। গ্রুপি গণপতির ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। প্রতিদিন সকাল বিকেল এক চক্কর আকাশ প্রদক্ষিণ না করলে সাম্বার-ভাত, ইদলি-দোসা হজম হ'ত না। রাতে ঘুম আসতো না। কোন কারণেই ওড়া বন্ধ করা চলবে না তার।

"সব কাজের মত ওড়ারও নিয়ম আছে। দিনক্ষণ আবহাওয়া অনুকূল চাই, শরীর ও বায়ুযানের সব কলকব্জা চাই একেবারে ফিটফাট, সচল-সতেজ, সজাগ। কিন্তু নেশার ঘোরে গণপতি অনেক সময় অনেক নিয়ম-কানুন নস্যাৎ করেও উড়তো। অধস্তন অধিকারীরা মিন মিন করে ওজর আপত্তি জানাতো, সাবধান বাণী আওড়াতো ভয়ে ভয়ে। কিন্তু স্টেশনের সর্বাধিকারী হর্তা কর্তা বিধাতাকে রোকবার ক্ষমতা ছিল না

কারও। শেষ পর্যন্ত সেই অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী অঘটন ঘটলো।

"উড়ুক্কু বিমানে চড়ে গ্রুপি গণপতি সেই যে উড়লো, আর সে ফিরে এলো না। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ক্রমাগত ডাকাডাকি করে তার সাড়া পেলো না কেউ। গ্রুপির প্লেনটা যে কোথায় নিরুদ্দেশ হল তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। স্টেশনের অন্যান্য অফিসাররা সব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বেতারে টেলিফোনে খবর পাঠালো চারিদিকে।

"সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যেরাত্রে হদিশ মিললো। সীমানার ধারে গ্রামের লোকেরা দূরে পাহাড়ের উপর একটা প্লেন দেখেছে । প্রজ্জ্বলিত প্লেনটা আগুনের লেলিহান শতজিহ্বা মেলে ধেয়ে এসেছে পাহাড়ের চূড়ায়। কিছুক্ষণ পরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিভে গেছে, দূর থেকে আর কিছু ঠাহর করতে পারেনি ওরা।

"খবর মিলতেই জীপ এবং ট্রাক বোঝাই লোক ছুটলো সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। সকলের মনে একই প্রার্থনা - গ্রুপি গণপতি যেন রক্ষা পেয়ে থাকে। প্লেনে আগুন লাগার আগেই যেন 'বেল আউট' করে গিয়ে থাকে কোনমতে। 'বেল আউট' করে কাছেপিঠেই কোথাও আছে হয়তো, হয়তো জখম হয়েছে বলে যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি। হাঁটাপথে পাহাড় ভেঙে গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি এখনও। তবু প্রাণে যদি বেঁচে গিয়ে থাকে তবে শেষ রক্ষা হবেই। তাকে উদ্ধার করে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে ভাল করে তুলবে আবার। এই প্রত্যাশায় উদ্ধারের নানা সাজসরঞ্জাম, ওষুধপত্তর ও ডাক্তার নিয়ে দু'টো জীপ ছুটলো সেই পাহাড় পানে। কিন্তু হায়রে দুরাশা ! অলৌকিক ফললো না।

"পাহাড়ে পৌঁছে দেখা গেল ভাঙা প্লেনের টুকরোগুলো আর গ্রুপি গণপতির মরদেহের স্বল্পাবশেষ ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে। নতমস্তকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। তারপর নীরবে সেই মরদেহের বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলো জড়ো করে ব্যাগে ভরে শ্রান্তদেহে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলো ----।"

কিশোরীদা অন্যমনস্কভাবে বিজনের সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর একটা টান

মেরে যেন চমকে উঠলেন। সিগারেটটা উলটে পালটে দেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন বিজনের পানে।

বিজনের সলাজ মৌনতা দেখে সমীর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "জামাইষষ্ঠির তত্বতলাস এসব। ওর বড় শালা কন্ট্রাক্টর, জানেন তো? যাক্ তারপর কি হ'ল বলুন ----।"

কিশোরীদা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "শেষবার স্টেট এক্সপ্রেস খেয়েছি ওই স্টেশনেরই 'রাম্ পাঞ্চে'। গ্রুপি গণপতির অপমৃত্যুর মাস কয়েক পরে। সে অবশ্য অনেক পরের কথা। যা বলছিলাম ----।

"গণপতির দেহাবশেষ স্টেশনে এসে পৌঁছতে শোকের ছায়া নেমে এলো স্টেশন ঘিরে। লোকটা রাগী হোক আর যাই হোক, রাজামানুষ ছিল। নিজে কখনো কোন অন্যায় অবিচার করতো না, অন্যের অন্যায় বা অবিচারের প্রশ্রয় দিতো না। তাই মনে মনে সকলেই শ্রদ্ধা করতো তাকে। তাছাড়া যে কোনও মানুষের এমন একটা নিদারুণ পরিণাম দেখলে মানুষ মাত্রেই অভিভূত হয়ে পড়ে ----। পূর্ণ সামরিক রীতিতে, দারুণ ঘটা করে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল। বিমানযোগে আত্মীয় - স্বজন - পুরোহিত, শ্রাদ্ধ-শান্তির সাজসরঞ্জাম সব কিছু এলো। তারপর সে সব মিটে গেলে নতুন স্টেশন কমাণ্ডারের আণ্ডারে স্টেশনের কাজকর্ম আবার চলতে লাগলো পুরোদমে। ঠিক এমনি সময়ে ঘটলো ব্যাপারটা। অবশ্য ব্যাপার যদি বলা যায় একে।

"আগেই বলেছি দুর্ঘটনার পর গ্রুপির খোঁজে জীপে করে লোকজন গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। গ্রুপির মৃত্যুটাই তখন বড় করে লেগেছিল মনে। প্রাণের ক্ষতিই বড় ক্ষতি, অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে আবার জীপ বোঝাই লোক চললো উদ্ধারের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। এবারের অভিযানের উদ্দেশ্য আলাদা। বিধ্বস্ত প্লেনটার যন্ত্রপাতি কলকব্জা কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে সেগুলো খুঁজেপেতে আনা। এই অভিয়ানের ভার পড়েছিল আমার উপর, সঙ্গে অবশ্য আরও জন চারেক কর্মী ছিল।

"পাহাড় বেয়ে চুড়োয় উঠে কাজে লেগে গেলাম। প্লেনটা পড়েছিল

অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পড়ার ইম্প্যাক্টে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল টুকরোগুলো। পড়ার সময় ঠিক যে জায়গায় ধাক্কা লেগেছিল, সেখানে জমি ঝলসে গেলেও চারিপাশে ঝোপঝাড় গাছপালা ছিল প্রচুর। তাই খোঁজাখুঁজি করতে সময় লাগছিল বেশ। খোঁজার সুবিধের জন্যে এক একজন এক একদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। একটা ঝোপের কাছে এসে চমকে উঠলাম - ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে আস্ত একখানা পা। খাকি পোষাকের পোড়া অংশ তখনও আংশিকভাবে পায়ের উপরিভাগ ঘিরে রয়েছে। নীচের দিকটা নিরাবরণ। গোড়ালি থেকে একটু উপরে তামার মোটা তারের বেড়ি। গ্রুপি গণপতির পায়ে একটা ব্যথা উঠতো। ইদানীং প্রায় সর্বকালীন দাঁড়িয়ে গেছিল সেটা। স্টেশনের এস্. এম্. ও. তাকে আকারে প্রকারে ওড়া বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল একাধিকবার, কিন্তু তার কথায় কান দেয়নি গ্রুপি গণপতি। তার বদলে দেশ থেকে তামার এই বেড়িটা আনিয়ে ডান পায়ে ধারণ করেছিল ব্যথার প্রতিষেধক হিসেবে ----।

"পা'টা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম আমি। গ্রুপি গণপতির মরদেহের ছিন্ন অংশগুলো সযত্নে একত্র করে এনে যথারীতি সৎকার হয়েছে ক'দিন আগে। শ্রাদ্ধ-শান্তি সবই চুকে বুকে গেছে। এই পা'টা সেদিন চোখে পড়লে এরও সৎকার হয়ে যেতো। কিন্তু এখন এটা নিয়ে কি করা যায়? কিছু ঠিক করতে না পেরে আমার সহচরদের ডাকলাম। দেখেশুনে তারাও ভড়কে গেল।

"মিলিটারি কায়দা-কানুন - প্রোটোকল এসব দস্তুরমত গুরুতর ব্যাপার। স্বর্গগতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের বাঁধা কায়দা আছে, ষোড়শোপচার সাজ-সরঞ্জাম আছে। এবং গ্রুপি গণপতির ক্ষেত্রে সে সব বিধিবৎ পালন হয়ে গিয়েছে একবার। কাজেই এখন যদি পা'খানা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করি, কি যে ঘটবে কল্পনা করা যায় না। ডবল করে আবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা জানি না, কিন্তু একটা ঊদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'বে নিশ্চয়ই। এবং প্রত্যক্ষরূপে যারা এর জন্যে দায়ী - প্রথম উদ্ধার টিমের লোকেরা - যাদের গাফিলতির জন্যে এই একখানা পা সেদিন সংগ্রহ হ'তে পারেনি, তাদের শাস্তি হোক না হোক সকলে প্রকারান্তে আমাদেরই দোষী ঠাওরাবে এখন এই অকালে জিনিসটা খুঁজে বার করায়। অতএব সবাই মিলে শলাপরামর্শ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে এই পা সম্বন্ধে করণীয় শুধু একটাই,

এবং তা হ'ল ব্যাপারটাকে স্রেফ চেপে যাওয়া ----।"

কিশোরীদা অন্যমনস্কভাবে বিজনের দিকে হাত বাড়ালেন এবং আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কাহিনীতে ফিরে গেলেন আবার ----।

"আমরা সবসুদ্ধু ছিলাম পাঁচজন। এদের মধ্যে অফিসার বলতে শুধু আমি এবং উন্নিকৃষ্ণ। বাকি তিনজন এয়ারম্যান - জোসেফ, তেওয়ারি আর সামন্ত। আমারই সেকশনে কাজ করে সবাই। গ্রুপি গণপতির পায়ের কথা আমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ টের পাবে না, ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে কোনদিন এ কথা ভাঙা হবে না, এই শপথ গ্রহণ করে স্টেশনে ফিরে এলাম, পা'টাকে সেখানে সেই ঝোপের নীচে মাটিচাপা দিয়ে।

"ফিরে এসে এক সপ্তাহ কেটেছে কি কাটেনি, হঠাৎ ওয়ার্কশপে একটা দুর্ঘটনায় জোসেফের ডান পা'খানা কেটে আলাদা হয়ে গেল। হাসপাতালে দীর্ঘদিন কাটিয়ে কাঠের পা আর পেনসন নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে গেল সে।

"প্রায় সেই সময়েই সামন্তকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হ'ল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা বললো ক্যানসার হয়েছে। পায়ে। ডান পায়ে। তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি আমরা।

"সুখ দুঃখ তো রথের চাকা। পৃথিবীতে নানান ভাল জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ কষ্টও আছে নানারকম। রোগ-শোক-দুর্ঘটনা এমন কিছু বিরল নয় এ সংসারে। হামেশাই ঘটে যাচ্ছে এ হেন অঘটন, কোথাও না কোথাও। জোসেফ আর সামন্তের দুর্ভাগ্যকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা তখন উঠে পড়ে মেতেছি বায়ুসেনা দিবস পালনের হুজুগে।

"প্রকাণ্ড মাঠ ঘিরে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। অসংখ্য স্টল বসেছে চারিদিকে। এক ধারে ঘোড়া, উট, হাতী আর সেই সঙ্গে জীপ-জোঙ্গার লাইন। নানা বয়সের বাচ্চাসহ বাবা মা'রা ভিড় করেছে সেখানে। কোনও তাঁবুতে ক্ষুদে দর্শকদের সামনে ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে ঝলমলে

পোষাক পরে। অন্যত্র চাট, দোসা, হট্ ডগ্ সাঁটাচ্ছে লোকেরা ----। একটা ঢালাও সামিয়ানার নীচে বয়স্কেরা তম্বোলা খেলছে। তম্বোলার ভার পড়েছিল আমাদের সেকশনের উপর। পেন্সিল হাতে ঘাড় গুঁজে নিজের নিজের টিকিটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সবাই, আর একটু তফাতে টেবিল চেয়ার পেতে বসে তেওয়ারি তম্বোলার ডাক বলছে। গুটিভর্তি টিন ঝন্ ঝন্ করে বাজিয়ে তার থেকে গুটি বার করে নম্বর পড়ছে ছড়া কেটে কেটে ----

হিলাকে ডুলাকে ফিরসে নিকালা

নম্বর টেন - ডাউনিং স্ট্রিট।

হোয়াট বেবীজ ডু - নম্বর টু।

মেন গেট নটি অ্যাট - ফোর জিরো ফর্টি।

ডার্টি নী-জ - থার্টি থ্রি।

টু ফ্যাট লেডিজ - এইটি এইট ----

"এক একটা গুটির নম্বর পড়ে পাশের ছেলেটার হাতে দিচ্ছে। ছেলেটা গুটিগুলো সাজিয়ে রাখছে সামনের বোর্ডের উপর। খেলা চলছে পুরোদমে। 'জোনা'ব পঞ্চাশ টাকা, কিংগ্স্ কর্ণার, ব্যাম্বু ও বটম্ লাইনের টাকা জেতা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে টপ ও মিডল্ লাইন আর কুইন্স কর্ণার চলে গেল। ফুল হাউসের জন্যে পাঁয়তারা কষছে সকলে। তেওয়ারি যেন নেশার ঘোরে বলে চলেছে ----

বাংগালি বাবু - টোয়েনটি টু।

সুইট সিক্সটিন - ওয়ান অ্যাণ্ড সিক্স্।

নট সো সুইট - সেভেনটিন।

ন্যাশনাল ড্রিঙ্ক - সেভেনটি সেভেন।

লেগ - নম্বর ওয়ান।

"হঠাৎ শব্দস্রোতে বাধা পড়লো। হাতের গুটির দিকে ভ্যাবাচ্যাকা মুখে চেয়ে রয়েছে তেওয়ারি। খেলুড়েদের অধৈর্য কণ্ঠ শোনা গেল, নেক্স্ট? নেক্স্ট? কিন্তু তেওয়ারির কানে সে কলরব গেছে বলে মনে হ'ল না। ও ছানাবড়া চোখে একদৃষ্টে গুটির দিকে চেয়ে আছে আর

বলছে, 'লেগ, বাপ্‌রে লেগ্‌ ----।' গুটিটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো তেওয়ারি। এক ধাক্কায় চেয়ার-টেয়ার উল্টে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালো। তবে বেশীদূর যেতে হ'ল না। ওদিক থেকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আসছিল। বাধা পেয়ে তেওয়ারি থমকে দাঁড়াতেই একজন কর্‌পোরাল কষে হাত চেপে ধরলো তার - কেয়া হুয়া?

তেওয়ারি ফিস ফিস করে বললো, 'লেগ। বাপরে ----।'

কয়েকদিন স্থানীয় হাসপাতালে থাকার পর তেওয়ারিকে চালান করা হল অন্য বড় হাসপাতালে। অনেক চিকিৎসাপত্তর করেও সারানো গেল না তাকে। ছানাবড়া চোখ করে - 'লেগ ! বাপরে!' - এই দু'টো কথা ছাড়া বাক্যালাপই লোপ পেয়ে গেল তার। অতএব কিছুদিন পর পেনসন নিয়ে তাকেও দেশে গাঁয়ে চলে যেতে হ'ল সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে।

"এমনি সময় একদিন সকালে উন্নিকৃষ্ণ এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। শুকনো মুখে বললো যে ওকে নাকি এখুনি তেলেঙ্গানায় পাড়ি দিতে হবে, ওর বাবা নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ।

বললাম, 'টেলিগ্রাম পেলে বুঝি?'

ও আমতা আমতা করে বললো, 'ইয়ে, না ট্রাঙ্ককল।'

বললাম, 'তাই নাকি? এদিকে কাল থেকে ভোপালে কল পাঠাতে পাচ্ছি না, খারাপ ওয়েদারের জন্যে বাইরের সবকটা লাইন ডাউন হয়ে আছে। তেলেঙ্গানা তো শুনেছি আরও দূরে। কি জানি, সেই কবে ভূগোল ছেড়েছি ----।'

"উন্নিকৃষ্ণ আমার রসিকতায় একটুও হাসলো না। গম্ভীর মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। ঘাবড়ে গেলাম। ওর বাবার যদি, বলতে নেই, তেমন সিরিয়াস কিছু হয়ে থাকে তবে আমার এভাবে ঠাট্টা-মস্করা করাটা সত্যিই ভারি অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ওই বা মিথ্যে কথা বলতে গেল কেন? টেলিগ্রাম ট্রাঙ্ককল কিছুই পায়নি ও। তবু ওকে শান্ত করার জন্যে মাফ চাইতে যেতেই ও আমার দু'হাত চেপে ধরলো।

ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বললো, 'বাসু, নিজের পরিণাম ভেবেছো? ডুম্‌স্‌ ডের আর তো দেরী নেই ----।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি আবোল তাবোল বক্‌ছ উন্নি? ডুমস্‌

ডে মানে?'

উন্নিকৃষ্ণ ভয়বিকৃত মুখে হাসার চেষ্টা করে বললো, 'ডুমস্ ডে মানে কয়ামাৎ., যমরাজের আগমন। জোসেফ, সামন্ত, অ্যাণ্ড নাউ তেওয়ারি। এ তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এবার বাকি রইলাম শুধু আমি আর তুমি।'

"গা ছমছম করে উঠলো। বললাম, 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ---- '

আমার কথার মাঝপথে উন্নিকৃষ্ণ ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'ইয়েস, গ্রুপি ইজ টেকিং রিভেঞ্জ।'

'কিন্তু আমরা তো ওঁর কোন ক্ষতি করি নি। বরাবর ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তিই করে এসেছি বরং।'

'কিন্তু ওঁর পা'টা তো আমরাই দেখেছিলাম। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ওঁর পায়ের সদগতি হয়নি, সেটা বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা আমরা কাউকে বলিনি। ওটা যে সদগতির সুযোগ পায়নি তার জন্যে দায়ী আমরা - আমি, তুমি, জোসেফ, সামন্ত আর তেওয়ারি। ওরা তিনজন শাস্তি পেয়ে গেছে। বাকি শুধু তুমি আর আমি।'

ঘাবড়ে গিয়ে শুধোলাম, 'কি করতে বলো তবে? এখন কি সেই পাহাড়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে পা'টা বার করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা উচিত? সে কি আর পাওয়া যাবে এখন?'

উন্নিকৃষ্ণ হতাশ ভাবে মাথা নাড়লো, 'না। সে পা আর সেখানে নেই।'

'কি করে জানলে?'

'কাল রবিবার ছিল। ছ'জন মজুর নিয়ে সারাদিন ধরে সম্ভাব্য সব ঝোপের নীচে মাটি খুঁড়েছি। একখানা হাড়ও পাওয়া গেল না।'

'তবে উপায়?'

"উন্নিকৃষ্ণ বিষন্ন গলায় বললো, 'সেই উপায় খুঁজতেই চলেছি আমি। দেশে গিয়ে পণ্ডিতদের পরামর্শ নেবো। আমাদের ওদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধাতব প্রতিকৃতি বানিয়ে বিগ্রহকে উৎসর্গ করার রেওয়াজ আছে। ভাবছি একখানা রূপোর পা মন্দিরে দিয়ে আসবো। হয়তো কোন

ফল হতে পারে।'

বললাম, 'তাতে তুমি হয়তো বেঁচে যাবে কিন্তু আমি পরিত্রাণ পাবো কি?'

'নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে আমাদের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা। গ্রুপির পায়ের যদি সদগতি হয় তবে আর আমাদের পিছনে ধাওয়া করবে না ওটা। তুমি কিন্তু প্লীজ ঘুণাক্ষরেও কাউকে প্রকাশ কোরো না যে বাবার অসুখের খবরটা ভাঁওতা। কারণ তাঁর চিকিৎসার নাম করে মোটা টাকা ধার নিচ্ছি। আমার ইচ্ছে মিনিয়েচার নয়, একেবারে লাইফ সাইজ পা উৎসর্গ করা। জানই তো রূপোর কিরকম দাম। যাক্ গে। প্রাণে বাঁচলে আবার টাকা-কড়ি জমানো যাবে ----।'

"উন্নিকৃষ্ণ চলে গেল। দিন পনেরো বাদে বেশ প্রফুল্ল মন-মেজাজ নিয়ে ফিরে এলো।

বললো, 'বাবা ভাল হয়ে গেছে। একেবারে মিরাকুলাস রিকভারি।' আমায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো, 'কেল্লা ফতে। সওয়া কিলোর পা বানিয়ে ষোড়শোপচারে পুজো দিয়ে এলাম। এখান থেকে যা নিয়ে গেছিলাম তাতে কুলোয়নি। দেশেও ধার-দেনা হয়ে গেল অনেক। সে যাক্ গিয়ে। তবে পুজো খুব সুষ্ঠুভাবে ঘটাপটা করে হয়েছে। শুধু সামান্য একটু খুঁত রয়ে গেল। তামার বেড়িটা পুরুত ঠাকুর কিছুতেই দিতে দিলে না। বললো, রৌপ্যাভরণ আর তাম্রাভরণ নাকি একেবারে আলাদা জিনিস, দু'টোর নিয়ম-কানুন মন্তর-টন্তর সব আলাদা। দেবতার মন্দিরে নাকি ওসব ভেজাল মিশেলের কারবার চলবে না। কিছুতেই বোঝান গেল না তাকে ----।'

"উন্নিকৃষ্ণ খুশি খুশি মনে নিজের ঘরে চলে গেল। আমারও মনটা ভারি হালকা হল ওর কথাবার্তা শুনে। বাইরে যতই বলি না কেন ভূত-প্রেত এ সমস্ত বুজরুকি কুসংস্কার, মনে মনে বেশ একটু ভীত হয়ে পড়েছিলাম গ্রুপি গণপতির পায়ের ব্যাপারটা নিয়ে। জোসেফ-সামন্তের ম ত পা-কাটা অথবা তেওয়ারির মত পা-গোল হয়ে জীবন কাটাতে হ'বে এ যে চিন্তাও করা যায় না ! কাজেই উন্নিকৃষ্ণের কথা শুনে ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। তখন কি আর জানি কত অলীক, কত স্বল্পস্থায়ী সেই নিশ্চিন্ততা ----।

"উন্নিকৃষ্ণ যেদিন ফিরলো, সেদিন মেসে 'গেস্ট নাইট' ছিল। ক'জন হোমরাচোমরা অফিসার ইনস্পেক্শনে এসেছিলেন, তাদেরই সম্মানার্থে এই সমারোহ। গেস্ট নাইট মানে একেবারে কায়দা-দুরুস্ত খানাপিনা। এক চুল এদিক ওদিক হ'বে না কিছু, পান থেকে চুনটি খসবে না এতটুকু। ধবধবে উর্দিপরা বেয়ারারা অশরীরীর মত নিঃশব্দ পদচারণে পরিবেশন করছে। চুনোপুঁটি অফিসার থেকে তাদের উপরওলা অবধি সবাই তটস্থ। ভোজন - চর্বন - বাক্যালাপ - রসালো রসিকতা সবই চলছে অদৃশ্য প্রোটোকলের বজ্রকঠিন অনুশাসন অনুসারে।

"ভোজনান্তে 'টোস্ট'। কাঁচের ডিক্যাণ্টার থেকে মদিরার বিকল্পে এক আউন্স আন্দাজ জল গ্লাসে ঢেলে রেডি হয়ে থাকবে সবাই, তারপর মহামান্য অতিথির সাথে সাথে যে যার গ্লাস তুলে এক ঢোকে গলাধঃকরণ করবে সমবেত ভোজনার্থীরা। প্রোটোকলের নিয়মানুসারে সর্বকনিষ্ঠ অফিসার উন্নিকৃষ্ণ সর্বপ্রথম নিজের গ্লাসে জল ঢেলে নেবার জন্য ডিক্যাণ্টারের দিকে হাত বাড়ালো। তক্ষুণি অগ্নিস্পৃষ্টের মত হাতটা ঝট্কা মেরে সরিয়ে নিলো। পার্শ্ববর্তী সিনিয়র অফিসাররা মুখ্য অতিথির নজর বাঁচিয়ে চাপা তর্জন করে উঠলেন, টেবিলের তলা থেকে ওর পায়ে খোঁচা মারতে লাগলেন কেউ কেউ। কিন্তু উন্নিকৃষ্ণ ভ্রূক্ষেপও করলো না। একদৃষ্টে সোনালি বর্ডার দেওয়া ধোঁয়াটে রঙের ডিক্যাণ্টারটার দিকে চেয়ে রইলো। ক্রমশ তার দুই চোখ গোলাকার হয়ে উঠলো। দারুণ আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেল সারা মুখ। সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে গেল। পরমুহূর্তে ধপাস্ করে চেয়ারে ঢলে পড়লো আবার ----।

"গেস্ট নাইটে এরকম অনিয়ম কখনো কোন দেশের ইতিহাসে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি এর আগে। এই অকল্পনীয় অঘটনের পরিণাম কল্পনা করে যে যার চেয়ারে প্রস্তরীভূত হয়ে রইলো কিছুকাল। তাই উন্নিকৃষ্ণ যে মারা গেছে, সে কথা টের পেতে সময় লাগলো। এরপর ডাক্তার - হাসপাতাল - পোস্টমর্টেম এবং সবশেষে সামরিক কায়দায় ধুমধাম করে শেষকৃত্য সমাপন ----।

"এর মাস-দুয়েক পরে কম্প্যাশনেট্ গ্রাউণ্ডে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর আরও দশ বছর কেটে গেছে। গ্রুপি গণপতির পায়ের

অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি মনে হয় ----।"

নীতিন সমীরকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে চাপা গলায় শুধোলো, "পাটনায় আসার আগে উনি তো শিলং-এ পড়াতেন জানতাম। কই, এয়ারফোর্সের কথা তো কখনো শুনিনি!"

সমীর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "ওঁকেই জিজ্ঞেস কর না সে কথা।"

কিশোরীদা তখন বিজনের হাত থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের টিনটা নিয়ে সবে খোলার উপক্রম করছেন। ট্রেনের গতি কমে এসেছে। ট্রেন হেলতে-দুলতে পাটনার উপকণ্ঠ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিশোরীদা ঘাড় বেঁকিয়ে উপরের বার্থের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে-চোখে একই সঙ্গে অবিশ্বাস, বিস্ময় ও আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে উপরের বার্থটার দিকে ঝুঁকে দেখলেন আবার। তারপর একটা দুর্বোধ্য চাপা আর্তনাদ করে প্ল্যাটফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বোধহয় মিনিট দু'এক থেমেছিল ট্রেনটা। কিশোরীদা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলতে শুরু করে দিল। আমরা হতভম্ব হয়ে বাঙ্কের দিকে চেয়ে রইলাম। একটা মাঝবয়সী গ্রাম্যলোক আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলো।

তামার বেড়ি-পরা পা'টা চাদরের নীচে টেনে নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করে বললো, "ই কৌন টিশন বা, এ বাবুজি?"

"আভি পাটনা আয়েগা।"

লোকটা পোঁটলা হাতে নীচে নামলো। তারপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন থামার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম। অদূরে মেঠোপথ ধরে কিশোরীদা সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। পরম নিশ্চিন্ত নির্বিকার পদক্ষেপে।

সমীর বললো, "ওঁর দিদির ওখানে যাবেন। এই কাছেই বাড়ি।"

নীতিন বললো, "এই জায়গায় একটা ছোট মতন স্টেশন করে দিলে পারে। প্রত্যেকদিন চেন-পুল হয় এখানে ----।"

"চেন না টেনে করবে কি ! ট্রেনে গর্দানিবাগের বহু যাত্রী থাকে। মিথ্যে তারা পাটনা স্টেশন অবধি যেতে যাবে কেন? তারপর গাঁটের

কড়ি খরচ করে রিক্সা চেপে আবার এই এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে আসা ----।"

সমীর অভ্যাসবশে বিজনের দিকে হাত বাড়ালো। বিজন বিষন্ন গলায় বললো, "আর নেই। ওই একটা টিনই দিয়েছিল।"

কেউ আর কথা বললো না ! ঝিমিয়ে আসা ট্রেনের চাকার শব্দে তিনখানা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বিলীন হয়ে গেল।